একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পেতে যীশু কোথায় নির্দেশনা দিয়েছেন?

"আদিতে!" হিব্রু বাইবেলের কোথায় আপনি একটি আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবেন? অব্রাহাম ও সারা, যাকোব ও লেয়া/রাহেল/বিল্লা/সিল্লা, দায়ূদ ও বৎশেবা, শলোমন ও তাঁর ৭০০ স্ত্রী?
বাক্যের কোথায় আমরা আদর্শ বিয়ে খুঁজে পাবো? যীশুকে যখন ফরিশীরা মোশির স্তীকে ত্যাগপত্র দেয়া বিষয়ক অনুমোদনের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল, তখন যীশু একটি শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মথি ১৯:৪-৮ পদ বলে:

মূল শব্দ

মানবিন্দু

যীশু "আদি"-র দিকে তাকালেন

" তিনি উত্তর করিলেন তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্মান করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন,"এই কারণ মনুষ্য পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সেই দুইজন একাঙ্গ হইবে?" অতএব তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহা যোগ করিয়াছেন, মনুষ্য তাহা বিয়োগ না করুক।"

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরুপ হয় নাই। "

দুইবার যীশু তাঁর মানবিন্দুটি প্রকাশ করেন। আদি-র পরের সমস্ত কিছু পতিত সংস্কৃতির, পাপময় পৃথিবীর প্রতিফলন। যীশু পতনের পূর্বের প্রথম বিয়েটিকে ঈশ্বরের আদর্শ পরিকল্পনা হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথম নারী পুরুষের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আদেশের গুরুত্ব বুঝতে অধ্যয়ন ও ধ্যান করতে হবে। আমাদেরকে সবমসয় এই আশীর্বাদ যুক্ত, শক্তিশালী সম্পর্ককে শক্তভাবে মাথায় রাখতে হবে কারণ আরো অনেক আওয়াজ তৈরি হবে আমাদেরকে প্রলোভিত করতে।

সংস্কৃতি উচ্চঃস্বরে চিৎকার করে

সম্ভবত আপনার সংস্কৃতি সহস্রাব্দ পিছনে রয়ে গেছে। আপনার সমাজে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক এতটাই বদ্ধমূল যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ব্যতীত আর কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না। অথবা মিডিয়া বা বিনোদন অথবা অভিজাত বুদ্ধিজীবী নারী ও পুরুষ সম্পর্কিত আপনার সংস্কৃতির যত বিশ্বাস সবকিছুকে চ্যালেঞ্জ করে। হয়তো আপনার সংস্কৃতি হঠাৎ করেই হয়তো আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমনকি এই বিষয়টিও অস্বীকার করছে যে পুরুষ হলো পুরুষ এবং নারী হলো নারী। ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়া আপনার সংস্কৃতির নৈতিক গঠন হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আপনি এমন একটি সমাজে রয়েছেন যা কংক্রিটের মতো, আপনাকে পিছনের দিকে টানছে অথবা তার ভিত্তি হারিয়েছে, প্রগতিশীলভাবে অযৌক্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কেবল ঈশ্বরই আপনাকে পরিচালনা করতে পারেন। যখন সংস্কৃতি চিৎকার করে বলে,"এইটাই আসল পথ"। আপনি কার কথা শুনবেন?

যীশুর শিক্ষার বিষয়

ঈশ্বর মোশির থেকে বড় কর্তৃত্বধর।
ঈশ্বর মানুষকে নারী ও পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।
ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঐক্য ও অখন্ডতার দিকে লক্ষ্য করে।
মানুষ এই জন্য বাবা মাকে ত্যাগ করে।
সৃষ্টিকর্তার আসল পরিকল্পনা প্রথমে এসেছে এবং এটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রতিটি সংস্কৃতি ঈশ্বরের মানদন্ডের বিরুদ্ধে ভারী হবে।
কিছু বিষয়, যেমন ডিভোর্সের অস্তিত্ব আছে পাপের কারণে, ঈশ্বরের পরিকল্পনার জন্য নয়।
বাক্য বলেনি নারী অবশ্যই তার পিতামাতাকে ত্যাগ করবে।

উপসংহার

যীশুর মতো, আপনার চোখ ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্যের দিকে নিবদ্ধ রাখুন। নারী ও পুরুষ- পাশাপাশি- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ। ঈশ্বরের আকাঙ্খা হলো নারী ও পুরুষ একসাথে ভালবাসবে এবং সম শক্তিতে নেতৃত্ব দেবে। তারা একসাথে ঈশ্বরের শান্তি, ক্ষমতা, সম্মান, ঐক্য এবং পবিত্রতা প্রদর্শন করবে।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **ঈশ্বর** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?